কলঙ্কিত সভ্যতা

অরবিন্দ সিংহ

ঘুটঘুটে অন্ধকারকে দেওয়াল করে কয়টি বেয়াড়া যুবক মধ্য পানে ব্যস্ত। হঠাৎ দেখল একটা গাছের কোটর থেকে একটা কুকুর বেরিয়ে সাপ হয়ে গেল। তারপর সাপটাই আগুন হয়ে জ্বলতে থাকে। আর আগুনের ভেতর থেকে একটা ছায়া মূর্তি বের হচ্ছে। এই দেখে যুবকরা সব কিছু ফেলে পালাতে যাচ্ছে, এমন সময় ছায়া মূর্তিটা বলছে, "ভয় পাস্‌না, আমি যা যা বলছি তোরা মন দিয়ে শোন। আমার কথা মত যদি কাজ করিস, তাহলে তোদের কোন কিছুর অভাব হবেনা। কী চাই? মদ, মেয়ে, মানুষ, টাকা? তোদের পরিবারের সমস্ত খরচ আমি বহন করবো। শুধু আমি যা যা বলবো তা তা তোদের করতে হবে।" তখন এক যুবক বলে, "আপনি কে?" ছায়া মূর্তি বলে,"এত জানার দরকার নেই। তোদের অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার জন্যে আমার এই সংগ্রাম।" এবার সবাই ছায়া মূর্তির জয়ধ্বনি দিল। তারপর ছায়া মূর্তিটি বলল,"কাল থেকে আমার প্রচার করতে থাক। যে আমার প্রচার করবে সে তার সুফল পাবে। আর যে বা যারা করবেনা তারা আর পৃথিবীতে থাকবেনা। তোদের প্রথম কাজ হবে ঐ উঁচু মাথাগুলিকে আঘাত করা। তারপর চলন্ত ট্রেনগুলিতে আগুন দেওয়া, লাইনচ্যুত করা। সমস্ত পবিত্র স্থানগুলিকে আক্রমন করা। আর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করা।" এরপর ছায়ামূর্তির কথা মত সারা বিশ্বে শুরু হল নৃসংশ হত্যালীলা। চারিদিকে শুধু হাহাকার আর হাহাকার। কে করছে? কারা করছে খোঁজ করতে করতে বিজ্ঞানের যুগে সব বিখ্যাত ব্যক্তিরা নাজেহাল। এখন ছায়ামূর্তির কথায় হাজার হাজার মানুষ ওঠে আর বসে। কিন্তু কিছুতেই আর ধরতে পারছে না। এইসব জঘন্য কাজের পেছনে কে আছে? খুঁজতে খুঁজতে গোয়েন্দারা জানতে পারলো এবং দেশের মাথাদের কাছে জানালো যে, "এক মানুষই হচ্ছে এদের দলনেতা।" সকলের মাথা নত হয়ে গেল। প্রশাসন বিভাগের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। একটা মানুষই কেমন আধুনিক সভ্যতার ঘাড় ধরে নাকানি চোবানি করাচ্ছে। কিন্তু ছায়া মূর্তিটা কে, এই জানতে গায়েন্দারা ফোর্স পুলিশ নিয়ে ঐ এলাকাটা ঘিরে ফ্যালে। সবাই দেখল ঐ আগের মতো কুকুর হয়ে বেরিয়ে এসে সাপ হয়ে পরে ছায়া মূর্তি হয়ে গেল। তখন সবাই প্রশ্ন করে,"আপনি কি জন্য এই হত্যা লীলা উসকে দিচ্ছেন?" ছায়ামূর্তী বলে,"এ আমাদের অধিকারের বিপ্লব।" "বিপ্লব! বিপ্লবের নামে গনহত্যা! ফায়ার।" সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হতে গুলি শুরু হলো। কিন্তু কিছুই হলোনা। সকলের চোখের সামনে ছায়া মূর্তিটা পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়ে গাছের কোটরে প্রবেশ করল। ফোর্সরা সারা গাছটাকে ঘিরে ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে। কোথাও যখন পেল না, ফোর্সরা তখন কোটরে প্রবেশ করল। ভেতরে গিয়ে দেখল, লাখো লাখো কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই অবাক, "গাছের শাখা প্রশাখায় যারা বসবাস করে তারাও কী সবাই ছদ্মবেশে থাকে?" নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে সন্ধে হয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার তখন খিল খিল করে হাঁসতে শুরু করল। সেই সুযোগে কুকুরেরা কোনটা সাপ হয়ে চোট মারলো। কোনটা আগুন হয়ে জ্বালিয়ে মারলো। পরাজিত সভ্য সমাজের ফোর্সরা বিজ্ঞানের অহংকারের মালা নিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে মাটিতে মিশে গেল। আর কুকুরগুলো তখন রমণের উন্মাদনায় সারা বিশ্বে জিবের লালাগ্রন্থি ফেলে পিচ্ছিল করে তুলল। নতুন প্রজন্ম পা ফেলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা